১১ নভেম্বর ২০১৮

দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মনগড়া প্রতিবেদনের প্রতিবাদ

১১ নভেম্বর ২০১৮ দৈনিক জনকণ্ঠের বিভাষ বাড়ৈ 'বিতর্কিত সংস্থা *অধিকার* আবারও অস্বচ্ছ তৎপরতায় লিপ্ত' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে যা *অধিকার* এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। জনকণ্ঠের এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই প্রতিবেদনে গোয়েন্দা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, "এনজিও ব্যুরোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিপত্র লঙ্ঘন, ১০ একাউন্টে সন্দেহজনক অর্থনৈতিক লেনদেন, প্রকল্প শেষ হওয়ায় ফান্ড বন্ধ থাকলেও দাতাসংস্থার নগদ অর্থ গ্রহণসহ বিতর্কিত তৎপরতার কারণে অবিলম্বে *অধিকার এর* সব কার্যক্রম বন্ধের সুপারিশ করেছে গোয়েন্দা সংস্থা"। *অধিকার* প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্র কখনোই লঙ্ঘন করে নাই। সংগঠনটি ১৯৯৫ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বুর্যোর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর বার্ষিক অডিট রির্পোট জমা দিয়েছে। অথচ ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকার এর* সব মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রেখেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে *অধিকার* এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য আবেদন করলেও তা এখনও পর্যন্ত অপেক্ষমান (পেন্ডিং) অবস্থায় রয়েছে। ফলে বিদেশী দাতা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে প্রকল্প পরিচালনার কোন সুযোগ নেই এবং ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন স্থগিত থাকায় ১০ একাউন্টে সন্দেহজনক অর্থনৈতিক লেনদেনের যে কথা জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

এছাড়া এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বর্তমানে এনজিওটির সব অর্থায়ন বন্ধ রয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যক্রম পুরোদমে চালু রয়েছে"। অথচ মূল বিষয়টি হলো যে, *অধিকার* এর নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদায় এবং *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বল্প পরিসরে মানবাধিকার বিষয়ক কিছু কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করছে।

এই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, "এ সংস্থা বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও পর্যবেক্ষণ রয়েছে মর্মে নথিতে প্রতীয়মান হচ্ছে"। অথচ দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৩ সালে *অধিকার এর* ওপর সরকারী নিপীড়ন চলাকালীন সময়ে

কথিত দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করে ২০১৬ সালের ১৬ জুন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তা নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে *অধিকারকে* জানায়।

জনকণ্ঠের এই প্রতিবেদনটিতে আরো বলা হয়েছে *অধিকার* 'রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী নানা অপতৎপরতায় জড়িয়ে পড়েছে', 'দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে' এবং দেশের নির্বাচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সব সময় আন্তর্জাতিক মহলকে ভুল তথ্য দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে। এমনকি *অধিকারের* সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশানস (এনফ্রেল) এর ওয়েবসাইটে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কলাম লিখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভিত্তিহীন। *অধিকার* জনকণ্ঠের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বস্তুত *অধিকার* প্রতিমাসে যে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে তার তথ্যগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন, মাঠপর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি বা তাদের স্বজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নেয়া হয় ; যা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র *অধিকারই* নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোও একইভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘনজনিত পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে,"গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, বিদেশী সংস্থার কাছে *অধিকারের* প্রকাশিত রিপোর্টটি বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপির পক্ষে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে রাজনৈতিক অপপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে এবং বিএনপির এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে প্রতিয়মান হয়"। *অধিকার* এই বক্তব্যটি প্রত্যাখান করছে। মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন হিসেবে *অধিকার* ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে দেশের জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্ত সরকারের আমলেই বিভিন্নভাবে হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিটি সরকারই মানবাধিকার লংঘন করেছে এবং এইসব লংঘনের বিরুদ্ধে অধিকার সোচ্চার থেকেছে। বর্তমান সরকারের আমলে তা চরম আকার ধারণ করেছে। মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে *অধিকারকে* রাষ্ট্রবিরোধী ও সরকারবিরোধী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

৫ ও ৬ মে ২০১৩ সালে ঢাকার মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানে ৬১ জন নিহত হন বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে *অধিকার*। সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের নাম ঠিকানাসহ তালিকা চাইলে ভিকটিম পরিবারগুলোর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে *অধিকার* বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানায় এবং সেই কমিটির কাছে তালিকা হস্তান্তর করবে বলে জানায়। কিন্তু তা না করে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা *অধিকার* এর

সেক্রেটারিকে তুলে নিয়ে যায় । পরবর্তীতে *অধিকার এর* সেক্রেটারি ও পরিচালকের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁরা উভয়ে যথাক্রমে ৬২ দিন এবং ২৫ দিন কারাগারে আটক থাকেন। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা *অধিকার* অফিসে তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টসহ ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার নিয়ে যায়। এরপর কম্পিউটার থেকে নিহতদের খসড়া তালিকা নিয়ে অধিকারকে হয়রানি ও এর সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য তা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সরবরাহ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করে। জনকণ্ঠ ঐ সময়ে তাদের পত্রিকায় গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহকৃত খসড়া তালিকা নিয়ে মনগড়া রিপোর্ট করে।

নির্বাচন কমিশন কোনরকম নোটিশ প্রদান এবং শুনানী ছাড়াই একতরফাভাবে অধিকার এর নিবন্ধন বাতিল করেছে যা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার পরিপন্থি।

বাংলাদেশ গত ১২ অক্টোবর ২০১৮ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ২০১৯-২০২১ সালের জন্য পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এই নির্বাচনের আগে গত ৭ জুন ২০১৮ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতির কাছে প্রেরিত চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য আসনের জন্য প্রার্থীতার অংশ হিসাবে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিপত্র জমা দেয়।

উল্লেখ্য ২০১৮ সাল হচ্ছে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৭০ বছর এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ঘোষণার ২০ বছর । *অধিকার* জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্পেশাল কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস পাওয়া মানবাধিকার সংগঠন। জনকণ্ঠের প্রতিবেদন অনুযায়ী *অধিকার*এর সমস্ত কার্যক্রম বন্ধের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ ও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ২২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কারণ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন শুধুমাত্র বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। সংবিধান অনুযায়ী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মানবাধিকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ধরণের নিবন্ধনেরও প্রয়োজন হয় না।

অধিকার টিম

জনকণ্ঠের রিপোর্টটি দেখতে নিচের লিংক এ ক্লিক করুন
http://www.dailyjanakantha.com/details/article/383863/বিতর্কিত-সংস্থা-অধিকার-আবারও-অস্বচ্ছ-